Election 2010 and beyond: পর্যালোচনা

শিক্ষক ক্লাসে অংক করাচ্ছিলেন। তিনি উদাহরন হিসাবে একটা অঙ্ক করে দেখালেন, ৫ টা আমের দাম ৫০ টাকা হলে, একটা আমের দাম ১০ টাকা। পরীক্ষায় প্রশ্ন করলেন, ৫ টা আপেলের দাম ৫০ টাকা হলে, একটা আপেলের দাম কত? সবাই সঠিক উত্তর দিল, একজন বাদে। শিক্ষক তাকে না পারার কারন জিজ্ঞেস করলে, সে উত্তর দিল, স্যার আপনি আম দিয়ে শিখিয়েছিলেন, আপেল দিয়ে না, এই জন্য বুঝতে পারি নাই!!! দুইটা তো দুই ফল।

উপরের গল্পটা আমার মনে পড়ছিল কারন, আমার আগের লেখায় আমি যখন বৃটিশ রাজনীতির সাথে অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার তূলনা করি, তখন একজন আমাকে বলেছিল, দুইটা তো দুই দেশ। আমি বলেছিলাম, দুইটা দুই দেশ, তা আমিও জানি! দুই দেশের লেবার পার্টি'র এরোগ্যান্স ও জনবিচ্ছিন্নতার মধ্যে খুবই মিল রয়েছে। আমি দুই দেশের পলিটিক্সের মেইন ফ্যাক্টরগুলি, পাব্লিক সেন্টিমেন্ট ও মেন্টালিটি'র তূলনা করছি, যা খুবই সিমিলার এবং রিলেইটেড বলে আমি মনে করি। এই উদাহরনের ফলে আমাদের সিচুয়েশন বুঝতে সুবিধা হবে। ফলে আমাদের প্রেডিকশানও অনেক নির্ভূল হবে।

যা হওয়া উচিত বলেছিলাম, সে রকমই হয়েছে (আশা করি, গিলার্ড ও লেবার'এর শিক্ষা হয়েছে), সিনেটে গ্রীন ৯টা সীট পেয়েছে, তাই সিনেটে 'ব্যালেন্স অফ পাওয়ার' এখন গ্রীন এর হাতে। লেবার এর কট্টর প্রো-ইসরাইলী পররাষ্ট্র নীতি, কেভিন রাড'কে ঘৃন্যভাবে অপসারন, জেনুইন ষ্টুডেন্ট'দের ইমিগ্রেশান, এনভায়রনমেন্ট, 'ডাঃ হানিফ, হাবিব ও হিক্স'এর ফেয়ার ট্রায়াল'এর মত ইস্যূতে, লেবার পার্টি'র বিতর্কীত ভূমিকা''র জন্য অনেকেই দুই হাউসে গ্রীন'কে ভোট দিয়েছেন এইবার।

এই ২০১০ ইলেকশানের ট্রেন্ড থেকেই বলা যায়, অস্ট্রেলিয়ার লেবার পার্টি'র পরিনতি, বৃটিশ লেবার পার্টি'র মতই হতে যাচ্ছে। বৃটিশ লেবার পার্টি পক্ষে যেমন, ভবিষ্যতে যেমন লিবারেল ডেমক্রাটদের সাহায্য ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়েছে, ঠিক তেমনি এখানেও গ্রীন এর সমর্থন ব্যাতীত লেবার'এর পক্ষে একক ভাবে ক্ষমতায় যাওয়া অসম্ভব হবে বলেই মনে হচ্ছে।

এই নির্বাচনে, গ্রীন প্রথমবারের মত পার্লামেন্টে সীট পেয়েছে (বাই ইলেকশানে এর আগেও পেয়েছিল)। তার চেয়েও উল্লেখ্ যোগ্য দিক হচ্ছে, সিডনী'র ছয়টি সীটে গ্রীণ এর অবস্থান লিবারেল'এর খুব কাছে এবং কয়েকটি সীটে লিবারেল এর উপরে, দ্বিতীয় স্থানে! ইয়াং ও শিক্ষিত সমাজের মধ্যে গ্রীন খুবই জনপ্রিয়, তাই আগামীতে ইনার সিটি গুলিতে (বিশেষত গ্রেটার সিডনী ও মেলবোর্ন) গ্রীন এর সমর্থন যে অনেক বৃদ্ধি পাবে তা সহজেই অনুমেয়। গ্রীন এর ভোট আরো কিছু বাড়লে বা লেবার এর কিছু ভোট সুইং করলে আগামী নির্বাচনে লেবার এই ছয়টি সীটের মধ্যে কমপক্ষে তিনটি সীট হারাবে তা এক প্রকার নিশ্চিত। এর ফলে ভবিষ্যতে লেবার এর পক্ষে আর গ্রীন এর সমর্থন ছাড়া একা সরকার অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। যেমন বৃটেনে লিব ডেম ছাড়া লেবার'এর ভবিষ্যতে ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।

আমি আমার লেখায় আগে বলেছি ২০০০ - ৩০০০ ভোট সুইং করলে লেবার বাধ্য হবে আমাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিতে। অনেক বলেছেন, লেবার তো সিডনী'র সীট গুলিতে অনেক হাজার ভোটে জয়ী হয়, মাত্র ২ - ৩ হাজার ভোট সুইং করলে কি হবে? আমি একটা উদাহরন দিলে ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে বলে মনে করি।

যেমন ইনার সিডনী'তে আফটার প্রেফারেন্স, ফাইনাল ভোট
Tanya Plibersek ALP 40,089, Gordon Weiss LIB 18,538

লেবার প্রায় ২১, ০০০+ ভোটে জয়ী। দেখে মনে হয় লেবার এর জন্য খুবই সহজ ছিল এই আসন। আসলে কিন্তু তা নয়, কারন বিফোর প্রেফারেন্স, ভোট ছিল এই রকম
Tanya Plibersek ALP 26,146, Tony Hickey GRN 13,913, Gordon Weiss LIB 15,864

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মাত্র দুই হাজার ভোট গ্রীন'এ সুইং করলেই গ্রীন বিজয়ী হতো, কারন তা হলে গ্রীন লিবারেল এর চেয়ে বেশী প্রাইমারী ভোট পেত, ফলে লিবারেল'এর প্রেফারেন্স অনুযায়ী লিবারেল'এর ভোট, গ্রীন'এর সাথে যোগ হতো এবং ফলে গ্রীন প্রায় ৭০০০ ভোটে বিজয়ী হত। ঠিক একই কারনে, টাসমানিয়ার ডেনিসন'এ ইন্ডিপেন্ডেন্ট 'এন্ড্রু উইলকি' জয়ী হন

লেবার না গ্রীন, কে জিতল তার চেয়ে বড় কথা, কার পলিসি আমাদের জন্য ভাল। যেমন টনি ব্লেয়ারের লেবার পার্টি'র চেয়ে, লিব ডেম আর কঞ্জারভাটিভ পার্টি'র কোয়ালিশান অনেক ভাল বলেই আপাতত মনে হচ্ছে। পার্টি'র পলিসি চেইঞ্জ এর সাথে সাথে আমাদেরো নিজেদের প্রেফারেন্স চেইঞ্জ করতে হতে পারে। ২০০৪ এর নির্বাচনে আমি লেবার'কে, দুই হাউস'এই ভোট দিয়াছিলাম। ২০০৭ এ সিনেটে গ্রীন ও পার্লামেন্ট'এ লেবারকে আর এই বছর আমি দুই হাউস'এই গ্রীন'কে ফার্স্ট প্রেফারেন্স দিয়েছি। ফলে পার্লামেন্ট'এ আল্টিমেটলি লেবার আমার ভোট পেয়েছে কিন্তু তাদের প্রাইমারী ভোট একটা কমে গিয়েছিল। আমার পরিচিত অনেকেই এইবার প্রথম দুই হাউস'এ গ্রীন'কে ভোট দিয়েছেন।

লেবার এর মাইনরিটি/ইমিগ্রান্টদের ব্যাপারে সহানুভূতি, পাবলিক এডুকেশন ও হেলথ কেয়ার ইস্যুতে কমিটমেন্ট এর জন্য আমরা (ইমিগ্রান্টরা) মূলত লেবার সাপোর্টার। এই প্রতিটি ইস্যুতেই গ্রীন এর অবস্থান আমাদের চাওয়া পাওয়ার, আরো কাছাকাছি। যেমন গ্রীন হেলথ কেয়ার ইস্যুতে, ডেন্টাল কেয়ার'কেও মেডিকেয়ারের সাথে অন্তরভূক্ত করতে চায়।

ডাঃ হানিফ, মামদু হাবিব ও ডেভিড হিক্স এর 'ফেয়ার ট্রায়াল'এর ব্যাপারে শুধু গ্রীন'ই কথা বলেছে। ভবিষ্যতে'ও ডাঃ হানিফের মত আমাদের সমাজের (বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, চাইনীজ; এনি মাইনরিটি) কাউকে যদি অস্ট্রেলিয়া'য় বা বিদেশে অন্যায়ভাবে হেয় বা 'হ্যারাস' করে বা আমাদের যদি কারো দরকার হয়, তবে তার জন্য যে শুধু মাত্র গ্রীন'ই কথা বলবে, তা অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই বলা যায়।

আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত, বড় দল লেবার পার্টি যেন তাদের বর্তমান অবস্থান (বিশেষত এনভায়রনমেন্ট, ফরেন পলিসি, যূদ্ধ বা মধ্যপ্রাচ্য নীতি প্রশ্নে), যা লিবারেল এর খুবই কাছাকাছি তার থেকে আরো বামে সরে আসে বা যাতে সরে আসতে বাধ্য হয় তার জন্য চাপ সৃষ্টি করা। দুই ভাবে তা করা সম্ভব।

এক, লেবারকে বাধ্য করা (গ্রীন এ ভোট দেওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধির মাধ্যমে) উপরের ইস্যুগুলিতে আরো উদারনীতি গ্রহন করা। দুই, ভবিষ্যতে গ্রীন এর পার্লামেন্ট'এ সীট বৃদ্ধি পাওয়া যার ফলে গ্রীন এর সমর্থন ছাড়া লেবার'এর একার পক্ষে সরকার গঠন' অসম্ভব হয়ে পড়বে। গ্রীন'এর শক্ত অবস্থান'ই বাধ্য করবে লেবারকে আরো বামে সরে আসতে। ন্যাশনাল পার্টি যেমন রুরাল অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি ভবিষ্যতে গ্রীন, গ্রেইটার সিটি ভিত্তিক ইমিগ্রান্টদের প্রতিনিধিত্ব করবে। লিবারেল যেমন ন্যাশনাল এর সাথে মিলে (অফ সেন্টার রাইট) কোয়ালিশন

গঠন করেছে, ঠিক একই ভাবে, **ভবিষ্যতে লেবার এবং গ্রীন এর (অফ সেন্টার লেফট) কোয়ালিশান, অনেকটা পার্মানেন্ট কোয়ালিশান'এ রূপ নিতে বাধ্য।**

SMH, SURPRISE!! ২৬ আগষ্ট তারিখের সিডনী মর্নিং হেরাল্ডে একটা আর্টিকেল ছিল, Labor surprised by massive swing towards The Greens! এর থেকেই প্রমানিত হয় লেবার পার্টী কতটা এরোগ্যান্ট বা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তারা ধরেই নিয়েছিল গ্রেটার সিডনি'র মাইনরিটি'র ভোট তারা সবসময় পেয়ে যাবে!! বৃটেনের লেবার পার্টির মত আস্ট্রেলিয়ান লেবার পার্টিরও বোধহয় বুঝতে একটু বেশী দেরীই হয়ে গ্যালো!

এখন আমাদের উচিত লেবার এবং গ্রীন'কে আমাদের এই মনোভাবের কথা জানানো। যার ফলে এই দুই দলই বুঝতে পারে আমাদের ভোট তাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ন। **কে জানাবেঃ** আমাদের কম্যুনিটির লেবার পার্টির প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থেই পার্টি'কে জানাতে পারেন আমাদের কম্যুনিটির মনোভাবের কথা। যখন কোন লেবার এম পি (বা গ্রীন) এর লিডার আমাদের অনুষ্ঠানে আসেন তখন অনুষ্ঠানের আয়োজকরা জানাতে পারেন। আমি, আপনিও, ইমেইল এর মাধ্যমে জানাতে পারি।

এবার অনেকেই সুইংগিং ভোটার হিসাবে প্রথম বারের মত গ্রীন'কে ভোট দিয়েছেন যার প্রতিফলন আমরা নির্বাচনের ফলাফলেই দেখেছি। আগামীতে, আমাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে, কথা বলতে হবে এই নিয়ে। অনেকেই মানসিক জড়তার জন্য প্রথমে আনইজি ফিল করলেও পরে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন, এই ধরনের সুইংগিং ভোটিং'এ। তারপরেও, সব সমাজেই কিছু মানুষ থাকবেন, যারা সবকিছুকেই সবসময় অবিশ্বাস আর সন্দেহের চোখে দেখবেন, খালি তর্কের খাতিরে তর্ক করবেন। এই প্রসংগে একটা গল্প মনে পড়ছে।

চৈত্র মাসের দুপুর। এক কলু তার বলদ দিয়ে সরিষা ভাঙ্গাচ্ছে। কষ্ট আর গরমে বেচারার জান যায় যায় অবস্থা। পাশের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল এক তর্কবাগীশ, যার কাজই হচ্ছে মানুষের সাথে অযথা তর্ক করা, সব কিছু সন্দেহের চোখে দেখা। তর্কবাগীশ কলুকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নিজে বসে আছ আর তোমার বলদটাকে দিয়ে সরিষা ভাঙ্গাচ্ছ কেন। কলু উত্তর দিল, ভাই দেখতেই তো পাচ্ছেন, এই জন্য আমার কষ্ট কম হচ্ছে, খামাখা কথা কন কেন? তর্কবাগীশ এইবার জিজ্ঞেস করল, তা হলে একটু পর পর বলদকে লাঠি দিয়ে ঘা দিচ্ছ কেন? কলু এইবার বিরক্ত হয়ে বলল, আপনের চোখ নাই? দেখতে পান না, ঘা না দিলে, বলদটাতো হাটতে চায় না।

তর্কবাগীশ কিছু পথ গিয়ে ফিরে আসল, এইবার তার প্রশ্ন, বলদের গলায় ঘন্টা বেধেছ কেন? কলু বেচারা ঘাম মুছতে মুছতে উত্তর দিল, তাহলে মাঝে মাঝে আমি যখন অন্য কাজ করি, তখন শব্দ শুনে বুঝতে পারি যে 'ঘানি চলছে', আর শব্দ থেমে গেলে তখন এসে বলদকে লাঠি দিয়ে দুটা ঘা দেই আর বলদ আবার চলা শুরু করে, সঙ্গে সঙ্গে ঘানিও আবার চলতে থাকে। অনেক্ ক্ষন পরে কলু যখন ভাবছিল, যাক বাচা গেল, ব্যাটা চলে গ্যাছে। ঠিক তখনই সেই তর্কবাগীশ আবার এসে হাজির, এবার তার প্রশ্ন, আচ্ছা বলদটা যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে থাকে তা হলে তুমি কি করে বুঝবে যে ঘানি চলছে না?

পরিশ্রান্ত কলু বেচারা' কোনমতে উত্তর দিল, " ভাইরে, আমার বলদের বুদ্ধি, আপনার মত প্যাঁচানো না, তাই কাম কইরা, দুইটা খাইয়া বাইচা আছি, আমারে মাফ কইরা দেন"।

http://www.abc.net.au/elections/federal/2010/guide/sydn.htm
http://www.smh.com.au/

নাজমুল আহসান শেখ, ২৭ আগষ্ট, ২০১০, সিডনী